বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ

Global Gateway

Funded by
the European Union

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫: সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

Finance Division, Ministry of Finance

PFM Action Plan

Component-12

Strengthen Parliamentary Oversight and Scrutiny of Public Expenditure

DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৪

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের উদ্ভাবন, আধুনিকায়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মূল সহায়ক। ডিজিটাল এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকার বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। এ সংক্রান্ত সরকারের পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অবকাঠামো খাতসমূহে তথ্যপ্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি দৃশ্যমান হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বিগত ১৫ বছরে ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণীর তথ্য প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে।

সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে দেশের প্রযুক্তি অবকাঠামো বৃদ্ধি পেয়েছে, সহজলভ্য হয়েছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এমবিপিএস ফিক্সড ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ, যার সর্বনিম্ন মূল্য ২০০৮ সালে ছিল ২৭ হাজার টাকা, বর্তমানে তা ৬০ টাকায় নেমে এসেছে। মোবাইল ফাইনান্সিয়াল ওয়ালেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ছাড়িয়েছে। সারাদেশে ৯ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টার, ১৬ হাজারের অধিক উদ্যোক্তা, যাদের ৫,৩৪৪ জন নারী, এবং সাড়ে আট হাজার পোষ্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ সেবা নিতে পারছে। ইতোমধ্যে, ২,৪০০ এর অধিক সেবাকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, যা ২০০৮ সালে মাত্র ৪০ লক্ষ ছিল, তা ২০২৪ সালে প্রায় ১৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত তথ্যগুলো ডিজিটাল বাংলাদেশে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত বহন করে।

২. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ২০২৪-২৫ বাজেট প্রস্তাবনা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সংশোধিত বাজেটের আকার ছিল ১৪ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা, যা আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ১৬ হাজার ৪৪৬ কোটি টাকাতে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে (লেখচিত্র ১)। আসন্ন অর্থবছরের এই বরাদ্দ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ১৪.১ শতাংশ বেশী এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মোট বাজেট বরাদ্দের ২.১ ভাগ (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ

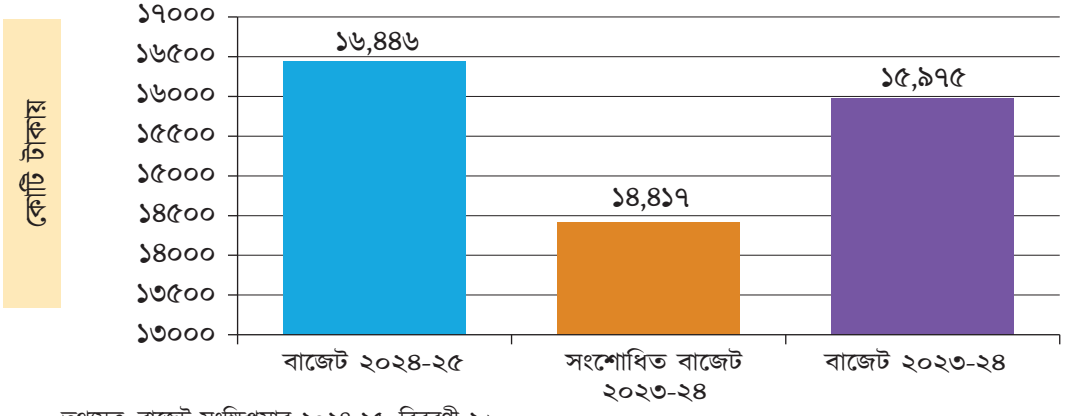

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

লেখচিত্র ২: বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে আনুপাতিক বরাদ্দ

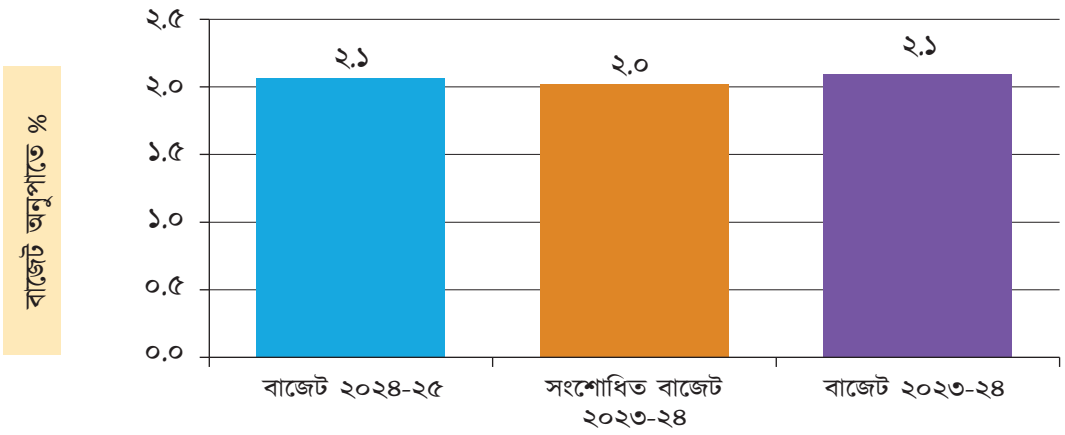

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

লেখচিত্র ৩: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা

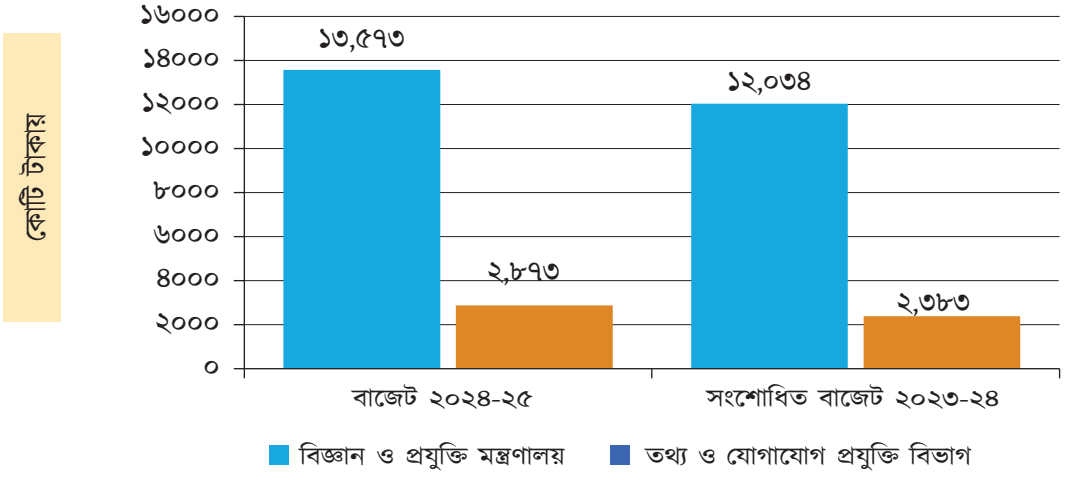

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য, যার বরাদ্দের পরিমান ১৩ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। অপর দিকে প্রস্তাবিত বাজেটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ১৫ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে যার ৮৪ শতাংশ ব্যয় হবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে (লেখচিত্র ৩)। এ খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা, সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, বিভিন্ন জেলায় হাইটেক পার্ক এবং আইটি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১৪ হাজার ৯৯৭ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ৪: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

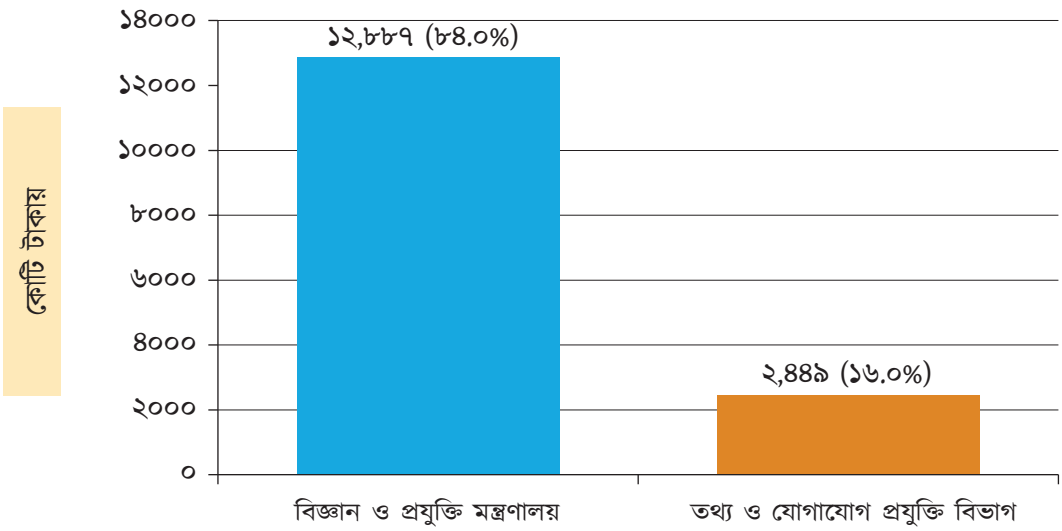

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ১০।

৪. উপসংহার

বৈশ্বিক ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ খাতের উন্নতিকল্পে গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগসমূহে উৎসাহ প্রদান এবং সর্বোপরি এ সংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি শক্তিশালী ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা সম্ভব, যা উৎপাদন বৃদ্ধি, ব্যাপক কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নে সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে পারে।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.